WORLD TOURISM DAY 2015 | 27 September

1 BILLION TOURISTS 1 BILLION OPPORTUNITIES

World Tourism Day - 27 September 2015

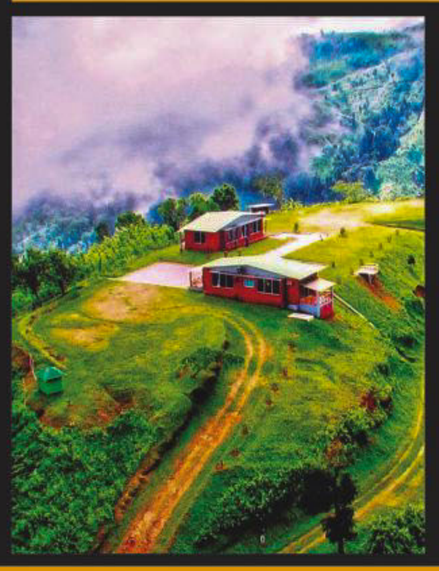

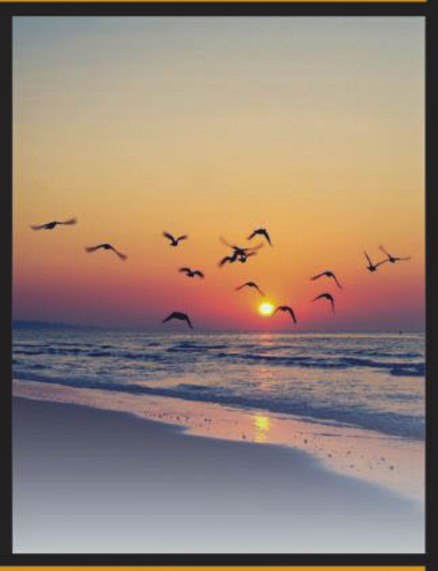

One Billion Tourists: One Billion Opportunities

Observance of World Tourism Day in Bangladesh this year has added a special dimension to it as the Government declared 2016 as the Visit Bangladesh Year. In order to promote Bangladesh as a travel destination, increase visitor arrivals and tourism receipts, 2016 will be celebrated as the Visit Bangladesh Year to create a big bang in the international arena about Bangladesh. This is a three yea-long campaign scheduled to be launched in 27 October' 2015 with the official inauguration by the Honorable Prime Minister during the International Conference on Developing Sustainable and Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuit in South Asia's Buddhist Heartland on 27-28 October' 2015 at Bangabandhu International Conference Center (BICC). Bangladesh has continued to celebrate this day since becoming member of UNWTO in 1995. It is also celebrated throughout the world by all members of UNWTO with different programs and activities.

Tourism is considered as an economic sector rather than just an industry, which is acting as the gateway for overall development through opening up business, trade, capital investment, creating jobs, entrepreneurialism for the workforce, creating positive perception of a country, guiding factor for infrastructure and super-structural development, protecting heritage and cultural values. In 2012, the symbolic barrier of one billion international tourist arrivals was surpassed. From onward, the numbers continue to grow so much that the forecasts estimate a new threshold of two billion will be reached in 2030. This statistic is exclusive of domestic travels which assumed to be more than this.

Based on this landmark, this year's theme of World Tourism Day is "One Billion Tourists: One Billion Opportunities" that refers a challenge to all the sectors involved in this global phenomenon: tourists, businesses, governments and local communities. The billion tourists should necessarily be considered above all in their billion opportunities.

The celebration of World Tourism Day started in 1980 on the 27 September as on this day the International Union of Official Travel Organization (IUOTO) adopts the status of World Tourism Organization (WTO). From that onward , World Tourism Day (WTD) has been celebrated on 27 September every year with the purpose of fostering awareness about tourism.

In terms of direct, indirect and induced effects on the overall economy of a country, Tourism is the largest industry in the world. As per the long term tourism trends projected by United Nation World Tourism organization (UNWTO), over the past six decades, tourism has experienced continued expansion and diversification, becoming one of the largest and fastest growing economic sectors in the world. Many new destinations most of which are from developing world have emerged, challenging the traditional ones of Europe and North America, that caused to roll the growth-wheel towards Asia-Pacific and Caribbean regions, of which South Asia is one of the high growth regions for potentials in developing tourism.

As a sector representing 9% of global GDP, tourism is widely acknowledged for its capacity to respond to global challenges. The number of international tourists reached 1,138 million in 2014. With a 4.7 % increase, 2014 marks the fifth consecutive year of robust growth above the long term average since the financial crisis of 2009.

As the South Asia is one of the fastest growing growth regions for tourism, Bangladesh is very much concentrated on to ensure its share from the increased number of tourist arrivals and receipts in this region. With all of its resources, the country has huge potentials to develop tourism as one of the key economic sectors. Considered the shifting paradigm in purpose of travel at the advent of smart technology, when millennial travelers and authentic experience seekers are the fast growing segments, Bangladesh as an unbeaten track, has a big prospect for this segments who are fond of exploring themselves in an untouched and unexplored beauty rather than in the spoiled beaten track.

To harness these potentials for achieving integrated development goals, the present government has made some remarkable policy decisions. Preparing a short-term, mid-term and long-term plan for overall tourism development is one of those, which is expected to be complete in 2016-17. Aligned with this plan, big infrastructural and super structural development initiatives have been taken in tourism potential area. Specially in the south-eastern part of the country, rail link from Chittagong to Cox's Bazar, development of marine drive, Exclusive Tourist Zone in Teknaf, development of Cox's Bazar domestic airport as the International airport are some of the big projects which will boost up tourism in Bangladesh. To develop riverain tourism, river-protocol with India has been amended to facilitate the entry of international cruise-vessels with tourists on board to Bangladeshi territory-which will stimulate development of riverain tourism in Bangladesh. In addition this, Bangladesh is becoming involved with international ocean cruises.

The present contribution of tourism to country's also GDP is less than that of the neighboring countries. As per the pilot Tourism Satellite Account (TSA)-2013 by Bangladesh Bureau of Statistics, direct contribution of tourism to national GDP is 1.56. Once the indirect and induced contribution to be added to it, the total contribution to GDP would be much higher. World Travel & Tourism Council (WTTC) in its TSA for Bangladesh showed the total contribution to GDP is 4.1% in 2014 and 6.5% to be achieved in the current year. In 2014, Bangladesh earned 142 million US $ foreign currency with 18 % increase from the previous year which is expected to reach 250 million US $ by the year 2017 and the visitor arrivals to reach 1 million mark by the year 2018 because of Visit Bangladesh campaign.

Bangladesh is steadily moving forward to develop markets in the international arena for its products and services with innovative promotional and marketing campaigns. Some of the campaigns have already drawn the interest of the international community and recognized as the best ones in the race. In the last ITB-Berlin-2015, Beautiful Bangladesh-Land of Stories got the Diamond Award competing as many as 200 Television Commercials participated from different countries around the world.

Bangladesh, with continued efforts in creating liaison with international tourism organizations, forums and UN bodies, has been able to create a distinctive visibility globally. Because of building strong ties, the international forums, tourism organizations, international tour operators, travel agents, investors are showing big interests for Bangladesh. It is envisioned that implementation plans and ongoing tourism initiatives would help Bangladesh to be a hub of this region for trade, tourism, investment and commerce.

Dr. Bhubon Chandra Biswas
Director (Joint Secretary)
Bangladesh Tourism Board

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২২
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও যথাযথ গুরুত্বের সাথে বাংলাদেশে 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৫' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে রয়েছে পর্যটন শিল্প বিকাশের অপার সম্ভাবনা। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পর্যটন স্পটগুলো চিহ্নিতকরণ এবং বিদ্যমান পর্যটন স্পটগুলোর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হলে বিদেশী পর্যটকের পাশাপাশি দেশীয় পর্যটকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। ফলে এ সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে। পর্যটন খাত বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের একটি অন্যতম বড় খাতে পরিণত হবে। বিশ্ব পর্যটন দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য '1 Billion Tourists: 1 Billion Opportunities' অর্থাৎ '১ বিলিয়ন পর্যটক: ১ বিলিয়ন সম্ভাবনা' অত্যন্ত সময়োপযোগী। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পর্যটন উপাদানসমূহ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে পরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত 'ভিজিট বাংলাদেশ ২০১৬' প্রচারণামূলক কর্মসূচী বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্বব্যাপী পর্যটন একটি দ্রুত সম্ভাবনাময় শিল্প। সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে আগত বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা যথেষ্ট কম। পর্যটন শিল্পের বিকাশে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনাপূর্বক যুগোপযোগী আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন একান্ত আবশ্যক। এছাড়া পর্যটন শিল্প বিকাশে গবেষণা, আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টি করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী পর্যটক আকর্ষণের জন্য দেশে-বিদেশে আয়োজিত পর্যটন মেলাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের পর্যটনের ব্যাপক প্রচার এ লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৫' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আশ্বিন ১৪২২
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ "বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৫" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য '1 Billion Tourists: 1 Billion Opportunities' অর্থাৎ '১ বিলিয়ন পর্যটক: ১ বিলিয়ন সম্ভাবনা' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে পর্যটন কর্পোরেশন গঠন করেন।

পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি দেশি-বিদেশী পর্যটকদের সামনে আমরা স্থানীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে পারি।

এজন্য বর্তমান সরকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে ২০১৬ সালকে 'পর্যটন বর্ষ' ঘোষণা করা হয়েছে। 'ভিজিট বাংলাদেশ ২০১৬' শীর্ষক প্রচারণামূলক কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে 'ভিজিট বাংলাদেশ ২০১৬' সফল করতে সরকারের পাশাপাশি আমি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

আমি "বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৫" এর সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

রাশেদ খান মেনন, এম.পি
মন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২২
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাণী

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও বাণিজ্য, এগিয়ে যাচ্ছে পর্যটন। 'ভিজিট বাংলাদেশ ২০১৬' শীর্ষক প্রচারণা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে আরও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প। অপার সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প এনে দেবে অর্থনৈতিক সাফল্য। দূর করবে বেকারত্ব। খুলে দেবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য। উন্নতি হবে সাধারণ মানুষের জীবনমানের।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) এর উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী আনন্দ-উৎসবমূখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব পর্যটন দিবস'। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য '1 Billion Tourists: 1 Billion Opportunities' অর্থাৎ '১ বিলিয়ন পর্যটক: ১ বিলিয়ন সম্ভাবনা' কে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে দিবসটি উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পর্যটন শিল্প বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যতার কারণে বিশ্বে একক বৃহৎ শিল্প খাত হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে পর্যটন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই, বর্তমান সরকার পর্যটন শিল্পের কল্যাণে 'পর্যটন উন্নয়ন নীতিমালা ২০১০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এ শিল্পের অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালে 'ভিজিট বাংলাদেশ' প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও কার্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি পর্যটন শিল্প সংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ উদ্যোগে দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। এ সব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন- দেশে পর্যটক আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি। যত বেশী পর্যটক, তত বেশি সম্ভাবনা।

বাংলাদেশ অফুরন্ত পর্যটন সম্ভাবনার দেশ। আমাদের রয়েছে হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আরও আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র ও স্বকীয় জীবনধারা। নিজেদের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, হস্তশিল্প, খেলাধুলা ও উৎসবসমূহ দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার মধ্যেই রয়েছে অফুরন্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে পর্যটন শিল্পের অবদান রাখার সুবর্ণ সময় আমাদের সামনে।

বিশ্বে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে ছড়িয়ে দিতে 'ভিজিট বাংলাদেশ ২০১৬' শীর্ষক কর্মসূচী সফল করতে এবং দেশের পর্যটন খাতের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও বিকাশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশীদারদেরও যথাযথ অবদান রাখতে আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

রাশেদ খান মেনন, এম পি

খোরশেদ আলম চৌধুরী
সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ আশ্বিন ১৪২২
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাণী

'১ বিলিয়ন পর্যটক: ১ বিলিয়ন সম্ভাবনা' এই মূল প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৫' উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা সহস্রাব্দের লক্ষমাত্রা অর্জনের (এম ডি জি) অংশ হিসেবে এ বছর অধিকহারে পর্যটকদের ভ্রমণে উৎসাহ প্রদানের বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ধারনা করা হচ্ছে, ২০১৪ সালের তুলনায় এ বছর বিশ্বজুড়ে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে, সাথে সাথে বৃদ্ধি পাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ, হ্রাস পাবে বেকারত্ব। পর্যটন বাণিজ্যের প্রসারের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে, উন্নয়ন হবে মানুষের জীবনমানের।

পর্যটন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অসীম সম্ভাবনার দেশ। এ দেশে রয়েছে হাজার বছরের প্রাচীন পুরাকীর্তি, বিশ্ব ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, সবুজ পাহাড় ঘেরা পার্বত্য অঞ্চল আর বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা। এ সকল পর্যটন আকর্ষণসমূহকে বিশ্বের সামনে যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি অন্যতম পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলে দেশে পর্যটক আগমনের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এবারের দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই যথার্থ। দেশের সম্ভাবনাময় পর্যটন আকর্ষণগুলোর উন্নয়ন সাধন করে সেগুলো বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য পরিকল্পিত পর্যটন প্রচারণা কৌশল প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পর্যটন মহা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। আগামী বছরগুলোতে দেশে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ২০১৬ সাল কে সরকার 'পর্যটন বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি)-এর সার্বিক পরিচালনায় 'ভিজিট বাংলাদেশ ২০১৬' শীর্ষক প্রচারণা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা, আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ, সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ আয়োজন, দেশ পরিচিতিমূলক ভ্রমণ, রোড-শো, বিভিন্ন উৎসব আয়োজন, সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন পর্যটন প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদেশী পর্যটকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে উৎসাহিত করতে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে আগামী বছরগুলোতে দেশে পর্যটক আগমনের হার বৃদ্ধি পাবে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, আয়ের উৎস বাড়বে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

'ভিজিট বাংলাদেশ ২০১৬' এর সাফল্যসহ বাংলাদেশের পর্যটনের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের একসাথে এগিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে বেশ কিছু বেসরকারি উদ্যোক্তা কাজ শুরু করেছেন। সর্বোপরি এই কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে অবশ্যই স্থানীয়ভাবে সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে। ফলে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পর্যটকদের আগমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের পর্যটন শিল্পের টেকসই উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৫ সফল হোক, সার্থক হোক।

খোরশেদ আলম চৌধুরী

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২২
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাণী

সমগ্র বিশ্ববাসীকে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার পাশাপাশি এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মূল্য সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সমগ্র বিশ্বের সাথে বাংলাদেশেও জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) এর উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্ব পর্যটন দিবস এর এবারের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, One Billion Tourists, One Billion Opportunities অর্থাৎ শত কোটি পর্যটক শত কোটি সম্ভাবনা।

প্রতিটি পর্যটন গন্তব্য দেশের জন্য এ প্রতিপাদ্যটি একটি সঞ্জীবনী হিসেবে কাজ করতে পারে, যোগাতে পারে উদ্দীপনা কিভাবে অধিক মাত্রায় পর্যটককে গন্তব্যে টেনে আনা যায় এবং তাদের মাধ্যমে সম্ভাবনার সব দুয়ার খুলে দেয়া যায়। বাংলাদেশ এমনি একটি গন্তব্য দেশ যেখানে স্বল্প পরিসরে অনেক বেশি আকর্ষণের সমারোহে পর্যটকদের অধিকমাত্রায় এদেশ ভ্রমণে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। যার মাধ্যমে পরিবহন, আবাসন, আপ্যায়ন, বিনোদন খাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এর পূর্ণ ইতিবাচক সুফল ভোগ করবে।

একটি দেশে যতবেশি পর্যটক আসবে সেদেশে ততবেশি কর্মসংস্থান, স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সৃষ্টি হবে। জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার এবারের যে প্রতিপাদ্য বিষয় তা বাংলাদেশের মত পর্যটন উন্নয়নশীল দেশের জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের সমন্বিত পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে কীভাবে আমরাও বিশ্বের শতকোটি পর্যটক আগমনের অংশীদার হতে পারি।

পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ছাড়াও সকল জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পর্যটন শিল্পের অভাবনীয় সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আসুন সবাই মিলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরিবেশ সুরক্ষা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সবার জন্য একটি মর্যাদা সম্পন্ন জীবন গড়ে তোলার জন্য কাজ করি।

বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৫ উদযাপনের সকল উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

অপরূপ চৌধুরী

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
ঢাকা

১২ আশ্বিন ১৪২২
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫

বাণী

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস। বিশ্ব পর্যটন দিবসের এ ব রের প্রতিপাদ্য '১ বিলিয়ন পর্যটক: ১ বিলিয়ন সম্ভাবনা' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

সরকার কর্তৃক ২০১৬ সালকে পর্যটন বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করায় বাংলাদেশে এ বছর যথাযোগ্য মর্যাদা ও বিশেষ তাৎপর্যের সাথে বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৫ পালিত হচ্ছে। আগামী ২৭-২৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় International Conference on Developing Sustainable and Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in South Asia's Buddhist Heartland এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনবছর মেয়াদী Visit Bangaldesh Year 2016 শীর্ষক প্রচার কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক শ্রমঘন ও সেবাধর্মী শিল্প। একজন পর্যটক আগমনে এগারটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের বহুমাত্রিক অবদান, বিনিয়োগ আকর্ষন, আবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, এতিহ্য ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ শিল্পের ব্যাপক ভূমিকার জন্য বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম আতিথেয়তা, সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের জন্য বাংলাদেশ পর্যটকদের কাছে ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

বর্তমান সরকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ২০১০ সালে জাতীয় পর্যটন নীতিমালা প্রনয়ন, নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গঠন, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পর্যটন মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন, কক্সবাজারে Exclusive Tourist Zone (ETZ) প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন, কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণসহ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে বাংলাদেশ বহিঃর্বিশ্বে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম প্রধান খাত হিসেবে আবির্ভূত হবে।

আমি 'বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৫' উপলক্ষে গৃহীত সকল উদ্যো গর সাফল্য কামনা করি।

আখতারুজ জামান খান কবির

Beautiful Bangladesh

Ministry of Civil Aviation and Tourism

Bangladesh Tourism Board
National Tourism Organization